উপরন্তু, হুযূর আকদাস বলেন যে, শিশুদের তাদের পিতামাতার কথা শোনা উচিত এবং ওয়াক্‌ফে নও স্কিমের সদস্যাদের তাদের উন্নত চরিত্রের জন্য সুপরিচিত হওয়া উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সবসময় মনে রাখবেন যে, আপনি একজন ওয়াক্‌ফে নও। আপনাকে ভাল আচরণ প্রদর্শন করতে হবে এবং সবসময় আপনার সহপাঠী বালিকাদের এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি ভদ্র ও দয়ালু হতে হবে এবং আচরণের এরূপ সর্বোচ্চ মান প্রদর্শন করতে হবে, যেন আপনার পরিচিত প্রতিটি ব্যক্তি আপনার উচ্চ স্তরের ভদ্রতা এবং উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে। তখন আপনি তাদেরকে বলতে পারবেন যে, ‘আমি ওয়াক্‌ফে নও বিধায় আমি ভাল আচরণ করি এবং ভাল কাজ করতে চাই।”

একজন ওয়াক্‌ফে নও সদস্যা জিজ্ঞাসা করেন যে, কীভাবে একজন ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বোত্তমভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যখন আপনারা বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ (‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই’), তখন তিনি আপনাদেরকে যেসব অনুগ্রহ দান করেছেন সেগুলো হৃদয়ে ধারণ করেই তা বলা উচিত। আর এটাই হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার সবচেয়ে ভাল উপায়। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তিকে কিছু পরীক্ষা ও কষ্টের সম্মুখীনও হতে হয়, তাহলেও তাদের ধৈর্য ধারণ করার সাথে সাথে এটি মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি কত অসংখ্য অনুগ্রহ ও আশিস বর্ষণ করেছেন। এসব অনুগ্রহই সর্বদা অন্তরে ধারণ করা উচিত আর কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।”

হুযূর আকদাস এ প্রসঙ্গে এক বাদশাহ্ ও তার সভাসদের কাহিনী বর্ণনা করেন। বাদশাহ্ তার সভাসদকে একটি ফল প্রদান করেন যা খুবই তিক্ত স্বাদের ছিল। কিন্তু সেই সভাসদ ফলটি খেয়ে এর ভূয়সী প্রশংসা করলেন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। বাদশাহ্ যখন বুঝতে পারলেন যে, ফলটি তিক্ত ছিল, তখন তিনি তার সভাসদকে এর প্রশংসা করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। এর উত্তরে সভাসদ বলেন যে, বাদশাহ্‌র কাছ থেকে প্রাপ্ত অতীতের সমস্ত অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে এটা মুখ থেকে ফেলে দেওয়া এবং এ সম্পর্কে অভিযোগ করা, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ হয়ে যেত, আর তাই এমন করাটা তার শোভা পায় না।

হুযূর আকদাস এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, পার্থিব ক্ষেত্রে কারো সর্বদা নিজের চেয়ে কম সৌভাগ্যবানদের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত আর এভাবে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা যে অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। তবে, ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে, কারো তার চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদার ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত, আর তাদের সম-মর্যাদায় উপনীত হওয়ার এবং তাদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। হুযূর আকদাস এটিকেই আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকারভাবে কৃতজ্ঞ হওয়ার উপায় হিসেবে বর্ণনা করেন।

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয় যে, সাধারণ পড়াশোনার ক্ষেত্রে তিনি কী রকম শিক্ষার্থী ছিলেন এবং বড় হয়ে তিনি হতে কী চেয়েছিলেন। বর্তমানে যারা পড়াশোনায় রত আছে, তাদের প্রতি হুযূরের কোনো দিক-নির্দেশনা আছে কিনা সেটাও জিজ্ঞাসা করা হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি সেরা শিক্ষার্থী ছিলাম না। তবে, আপনাদের সবার উচিত পড়াশোনার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে ভাল করার জন্য চেষ্টা করা। আজকাল পড়াশোনা ব্যতীত বেঁচে থাকাই কঠিন, এবং যেহেতু আপনারা জীবন-উৎসর্গকারী ওয়াক্‌ফে নও, তাই আপনাদের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য সম্পদে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। অতএব, অধ্যয়ন এবং জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উন্নতি ও উৎকর্ষ অর্জনের চেষ্টা করুন, যেন আপনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকে উন্নত করার পাশাপাশি তাদেরকে পথ-প্রদর্শন ও সুরক্ষা দান করতে পারেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমারও অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল এবং কখনও কখনও আমি ভাবতাম যে, বড় হয়ে আমি এ রকম কিছু হবো, আবার অন্য সময়ে ভিন্ন কিছু হতে চাইতাম। অবশেষে, যেহেতু কৃষির প্রতি আমার আগ্রহ ছিল, তাই আমি এই বিষয়ে একটি ডিগ্রি অর্জন করেছিলাম এবং এরপর আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য জীবন উৎসর্গ করি, আর আল্লাহ্ আমাকে এর জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন। যাহোক, জীবন উৎসর্গ করার আমার এই আকাঙ্ক্ষা আমার শৈশব থেকেই ছিল এবং আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় আমি তা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"আমার আরও অনেক ইচ্ছা ছিল যার মাধ্যমে আমি ভেবেছিলাম যে, আমি এক বা একাধিক কিছু হতে পারবো এবং তারপর আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো। আমি এগুলোর কোনোটাই হতে পারতাম না; কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে জীবন উৎসর্গ করার সুযোগ দেন এবং অবশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাকে এই অবস্থানে উপনীত করেন। যাহোক, আপনাদের সবার জন্য আমার দিক-নির্দেশনা হচ্ছে, যেহেতু আপনারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেজন্য আপনাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনায় উচ্চমান অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এমনকি পরবর্তীতে যদি আপনি চাকুরিতে যোগদান না-ও করেন, তথাপি আপনি আপনার অর্জিত এই শিক্ষা থেকে উপকৃত হবেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণের জন্য তা সহায়কও হবে।"

একজন মা তার ছোট শিশুকে লালন-পালনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, একটি ছোট শিশুর [দেখাশোনার] কারণে তিনি প্রায়ই ক্লান্ত ও নিঃশেষিত বোধ করেন। এ বিষয়ে হুযূর আকদাসের নিকট তিনি দিক-নির্দেশনা চান।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এমনকি এ বিষয়টি যদি আপনার কাছে কঠিন বলেও প্রতীয়মান হয়, তবুও আপনার সন্তানের প্রতি রাগ দেখানো আপনার উচিত হবে না, কিংবা আপনার হতাশার বহিঃপ্রকাশ তার ওপর করবেন না। বরং, আপনার সন্তানকে বোঝানো উচিত যে, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং বিশ্রাম নিতে যাচ্ছেন এবং তাকে পুনরায় আশ্বস্ত করবেন যে, আপনি পরবর্তীতে তার সঙ্গে খেলা করবেন। শিশুরা স্বভাবতই বুদ্ধিমান হয়ে থাকে এবং তারা বুঝতেও পারে। আপনি এমনকি তাকে আপনার ক্লান্তির কথা বলতে পারেন এবং সে তখন তখন আপনার পা টিপে দিতে পারে কিংবা মাথা মালিশ করে দিতে পারে এবং শিশুটি এ কাজগুলো উপভোগও করতে পারে। এভাবেই আপনি তাদেরকে তালিম ও তরবিয়ত [শিক্ষা-প্রশিক্ষণ] প্রদান করতে পারেন। তবে, রাগ দেখাবেন না, চিৎকার-চেঁচামেচি করবেন না এবং তাদের প্রতি নেতিবাচক কোনোকিছু বলবেন না।"

এই প্রশ্নকারী মা আরও জানতে চান যে, সর্বোত্তম উপায়ে তার আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি কোন দোয়া পাঠ করবেন। এ বিষয়ে হুযূর আকদাস বলেন, তার উচিত দরূদ শরীফ— মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আশিস, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া, পাঠ করা

আরেকটি প্রশ্নে হযরত আকদাসের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, তাঁর খেলাফতকালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যে প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং তীব্র বিরোধিতা ও যুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে, সে সময়টিতে আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে সহায়তা লাভের উৎস, তিনি ছাড়া আর কেউ কি ছিলেন যার প্রতি হুযূর নির্ভর করেছিলেন?

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন:

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই নেই। একমাত্র আল্লাহ্ই আমাকে সাহায্য করে থাকেন এবং তিনি ব্যতীত আর কেউই আমাকে সাহায্য করার শক্তি রাখে না।"

সভার শেষে, ইসলামের খাতিরে জীবন-উৎসর্গকারী ওয়াক্‌ফে নও সদস্যগণ যেন তাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে পারে, সে বিষয়ে দোয়া করেন হুযূর আকদাস।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন:

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আপনাদেরকে সুরক্ষা করুন, নিরাপদে রাখুন। ওয়াক্‌ফে নও স্কিমের নারী সদস্যা হিসেবে যে প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ধর্মের খাতিরে আপনার জীবন উৎসর্গ করেছেন, তা যেন পূরণ করতে পারেন এবং সেই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যেন সর্বোত্তম উপায়ে সুরক্ষা ও লালন-পালন করতে পারেন। একটি ধার্মিক আহমদী মুসলিম প্রজন্ম যেন আপনাদের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে আর বেড়ে উঠে এবং তারা যেন বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রচারকে ছড়িয়ে দিতে পারে। আমি এটাও দোয়া করি, যেন আপনারা শীঘ্রই দেশের ধর্মান্ধ মোল্লাদের অশুভ চক্র থেকে মুক্তি পান এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যেন সবসময় আপনাদের সাহায্যকারী ও অভিভাবক হন।"